দৈনিক বাংলা

17

তারিখ ... 01 JAN 1997 ...
পৃঃ ৭ কলাম ৬

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম

১৬ লক্ষাধিক নিরক্ষরকে শিক্ষাদান

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নাটোর।– উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে বহু নারী পুরুষ শিশু কিশোর উপকৃত হচ্ছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রমের আওতায় ১৯৯১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সারাদেশে ১৬ লাখ ২০ হাজার ১৩ জন নিরক্ষর নারী, পুরুষ, শিশু ও কিশোর–কিশোরীকে শিক্ষাদান করা হয়েছে। ১৯৯৩ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এই সংখ্যা ২৩ লাখ ৩৬ হাজারে পৌঁছাবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে বেসরকারী সাহায্য সংস্থা ও জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন প্রথম কুড়িগ্রামের রৌমারী থানা ও পরে আরও ৫২টি থানায় গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু করে। ১৯৭৩ সালে গ্রাম উন্নয়ন ও জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্প হাতে নেয়। আবার ১৯৮০ সালে সারাদেশে সরকারী উদ্যোগে দেশব্যাপী গণশিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। ইহা ১৯৮২ সাল পর্যন্ত চলে। এই কর্মসূচীর অধীনে ৬ লাখ ৭০ হাজার লোককে স্বাক্ষর জ্ঞান দেয়া সম্ভব হয়েছিল। ১৯৮৭ সালে ২৭টি থানায় পাইলট প্রকল্প হিসাবে গণশিক্ষা চালু হয় এবং ১৯৯১ সাল পর্যন্ত সাড়ে ৫ লাখ নিরক্ষরকে সাক্ষরতা শিক্ষা দেয়া হয়।

চতুর্থ–পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম নামে পরীক্ষামূলকভাবে একটি প্রকল্প চালু করা হয়। প্রথম পর্যায়ে প্রকল্পটি ৩ বছর মেয়াদী হলেও পরে ১৯৯৬–এর ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এর মেয়াদকাল বৃদ্ধি করা হয়। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করা হয় ১শ' ৭ কোটি ৫০ লাখ ৩৯ হাজার টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণে শিক্ষাদান, সাক্ষরতা কার্যক্রমের অধীন ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা অর্জন, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় কারিগরি দক্ষতা অর্জন ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার অবকাঠামো উন্নয়ন। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের অধীন প্রাথমিক স্তরে ছাত্র ভর্তির হারও শিক্ষা গ্রহণ অব্যাহত রাখার জন্য ৪/৫ বছর বয়সী শিশুদের নিয়ে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষাস্তর গড়ে তোলা হয়। ৬ হতে ১০ বছর বয়সী শিশু যারা স্কুলে ভর্তি হয়নি বা পড়া শেষ না করে স্কুল ত্যাগ করেছে তাদের মৌলিক শিক্ষাদান ও স্কুলে ফিরিয়ে আনার কর্মসূচী নেয়া হয়।

১১ হতে ১৪ বছর বয়সী কিশোর–কিশোরী যারা স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়নি তাদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। ১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বের নারী–পুরুষদের স্বাক্ষরদান শিক্ষা ও তাদের জন্য অব্যাহত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার, ইউনিসেফ, ইউএনডিপি, নোরাড ও সিডা অর্থের যোগান দেয়। প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, প্রকল্পটির অধীনে সর্বমোট প্রাক প্রাথমিক স্তরে ৬২ হাজার ৫৫০ জনকে, মৌলিক স্তরে ১ লাখ ৪৯ হাজার ১শ' জনকে, ২ লাখ ৩৪ হাজার কিশোর–কিশোরীকে পাঠদান, ১২ লাখ ৮ হাজার ৮শ' ৬৪ জন বয়স্ক লোককে সাক্ষরতা শিক্ষা, ৬ লাখ ৭৯ হাজার ৬শ' ৯৯ জনকে সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনের অধীন শিক্ষাদান ও দেড় হাজার জনকে উদ্ভাবনীমূলক শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে দেশের ৬৯টি কর্ম এলাকার মোট ৫৯ হাজার ১১০টি শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হয়। তন্মধ্যে ১০টি থানাকে মডেল থানা হিসাবে নির্বাচন করা হয়।

উল্লেখ্য, শিক্ষাদানের পর নির্ধারিত মান অর্জন শেষে শিক্ষা চর্চা অব্যাহত রাখার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। যাতে তারা কিছুদিন পর ভুলে পুনরায় নিরক্ষর না হয় সেজন্য ৭৩৫টি গ্রাম শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গণশিক্ষার ইতিহাসে বর্তমানে চালু উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রমটি অধিক সাফল্য অর্জন করেছে।